সংবাদ

তারিখ 23 SEP 2013
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

রাবি ক্যাম্পাস অস্থির

শিবির-ছাত্রলীগ সংঘর্ষ

• গুলিবিদ্ধ ৩

প্রতিনিধি, রাজশাহী

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবির-ছাত্রলীগ সংঘর্ষে তিনজন গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। এ ঘটনায় ক্যাম্পাসে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। সরকারদলীয় ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ ও জামায়াতের সংগঠন শিবিরের মধ্যে যেকোন সময় বড় ধরনের সংঘর্ষের আশঙ্কা করা হচ্ছে। ক্যাম্পাসের বিভিন্ন পয়েন্টে মোতায়েন করা হয়েছে অতিরিক্ত পুলিশ। আবাসিক হলগুলোতে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে।

ক্যাম্পাস সূত্রে জানা গেছে, গতকাল সাড়ে ১২টার দিকে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে শহীদুল্লাহ কলাভবনের ফটকের কাছে শিবির পরিকল্পিতভাবে ক্যাম্পাসে অস্থির করতে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের প্রতি গুলি ছুড়লে ছাত্রলীগ পাল্টা প্রতিরোধ করলে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় পরিসংখ্যান বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী ও শিবিরের মতিহার হল শাখার সভাপতি আবু সুফিয়ান এবং ওই বিভাগের শিক্ষার্থী ও শিবিরের বিজ্ঞান অনুষদ শাখার সাধারণ সম্পাদক ইমরান হোসেন এবং ভাষা বিভাগের সাধারণ শিক্ষার্থী ফিরোজ আহমেদ গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। এ সময় একটি ইংরেজি দৈনিকের বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত সাংবাদিকও আহত ও লাঞ্ছিত হয়েছেন। এদের মধ্যে গুলিবিদ্ধ সুফিয়ানকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, সুফিয়ানের পিঠের বাঁ পাশে গুলি লেগেছে। অন্যদিকে ইমরান হোসেনকে রাজশাহী ইসলামী ব্যাংক মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আঘাত গুরুতর না হওয়ায় ফিরোজকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, দুপুর ১২টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের পেছনে নদীর টেকে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা অবস্থান করছিলেন। এ সময় কয়েকজন শিবিরকর্মী টেকের সামনে মহড়া দিচ্ছিল। তখন ছাত্রলীগের কর্মীরা তাদের ধাওয়া দেয়। এরপরই শিবিরকর্মীরা ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস শুরু করে ও গোলাগুলি শুরু হয়। এতে সাধারণ শিক্ষার্থীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা আরও জানায়, ওই গুলির

সংঘর্ষ : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৬

সংঘর্ষ : শিবির-ছাত্রলীগ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শব্দে গ্রন্থাগারের সামনে থাকা পুলিশ কয়েকটি ফাঁকা গুলি ছোড়ে। এর কিছুক্ষণ পর ছাত্রলীগ ও পুলিশ একসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদুল্লাহ কলাভবনের সামনে অবস্থানরত শিক্ষার্থীদের লক্ষ্য করে ১০-১২টি গুলি ছোড়ে। এতে আবু সুফিয়ান ও ইমরান হোসেন গুলিবিদ্ধ এবং ভাষা বিভাগের শিক্ষার্থী ফিরোজ আহত হন। এ ঘটনায় পুলিশ কাউকে আটক করতে পারেনি।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি মিজানুর রহমান অভিযোগ করেন, 'শিবির পরিকল্পিতভাবে ক্যাম্পাসে আতঙ্ক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের লক্ষ্য করে গুলি ছুড়েছে। তবে ছাত্রলীগের পাল্টা প্রতিরোধের কারণে তারা ক্যাম্পাসে টিকতে পারেনি।'

বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রশিবিরের সাধারণ সম্পাদক সাইফুদ্দিন ইহাহিয়া বলেন, 'আমাদের কর্মীরা শান্তিপূর্ণভাবে ক্যাম্পাসে অবস্থান করছিল। ছাত্রলীগের ক্যাডাররা কোন কারণ ছাড়াই আমাদের ওপর গুলি চালিয়েছে। এ ঘটনায় আমাদের দুই নেতা গুলিবিদ্ধ হয়েছেন।'

নগরের মতিহার থানার ওসি এসএম আবদুস সোবহান জানান, ক্যাম্পাসের পরিস্থিতি বর্তমানে পুলিশের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

গোলাগুলির ছবি তুলতে গিয়ে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছেন ইংরেজি দৈনিক নিউএইজের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি নাজিম মৃধা। পরে এ ঘটনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সভাপতি মিজানুর রহমান রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির কার্যালয়ে এসে দুঃখ প্রকাশ করেন এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা যেন না ঘটে, তার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেয়ার আশ্বাস দেন।